পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

ইউনিট 12

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ ঃ পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নিরূপণ।
পাঠ-১২.২ ঃ ব্যয়ের ধারণা, উদ্দেশ্য ও উপাদানসমূহ।
পাঠ-১২.৩ ঃ উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতকরণের ধাপসমূহ
পাঠ-১২.৪ ঃ উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর কতিপয় উদাহরণ

ভূমিকা

কোন পণ্য উৎপাদন করা হয় বিক্রয়ের জন্য। বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা হয়। সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের উপর ব্যবসায়িক মুনাফা নির্ভর করে। আর সঠিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের জন্য ঐ পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, ক্রয় মূল্য, মোট ব্যয় উপাদানের কাজ করে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তদুপরি বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা লাভের জন্য সঠিক ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা জরুরী।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১২.১ পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ণয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বিক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যয়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয়, পরোক্ষ ব্যয়, একক ব্যয়, মোট ব্যয়, বাজেট, উপরিব্যয়, প্রত্যক্ষ খরচ, পরোক্ষ খরচ, মূখ্য ব্যয়।

ক্রয়মূল্য

সাধারণ অর্থে পণ্য ক্রয়ের সময় যে দাম বা মূল্য প্রদান করা হয় তাকে ক্রয় মূল্য বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, পণ্যের দাম এবং পণ্যের বিক্রয় স্থান বা দোকান পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানোর যাবতীয় খরচের সমষ্টি হল ক্রয়মূল্য। ক্রয়কৃত পণ্যের দামের সাথে জাহাজ ও রেল ভাড়া, প্যাকিং খরচ, আমদানি শুল্ক, ডক চার্জ, বিমা খরচ, পরিবহণ খরচ, কুলির মজুরি ইত্যাদি যোগ করে যে মূল্য নিরূপন করা হয় তাকে ক্রয়মূল্য বলে।

পণ্য ক্রয়ের জন্য সরাসরি প্রদত্ত মূল্যের পাশাপাশি পণ্য বিক্রয় স্থলে আনার জন্য যাবতীয় খরচের সমষ্টি অর্থাৎ পরিবহন ও কুলি খরচ, জাহাজ ও রেল ভাড়া, ডক চার্জ, আমদানী শুল্ক, প্যাকিং ও বিমা খরচ ইত্যাদি খরচসমূহ পণ্যের ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ করে পণ্যের প্রকৃত বা মোট মূল্য নিরূপণ করা হয়। যেমন– ঢাকার একজন ব্যবসায়ী ভারত থেকে প্রতিব্যাগ ১৫০ টাকা দরে, ৫০,০০০ ব্যাগ ইউরিয়া আমদানী করেন। এজন্য তিনি প্রতি ব্যাগ ১০ টাকা জাহাজ ভাড়া, ১০ টাকা আমদানী শুল্ক, ১ টাকা বিমা খরচ, ২ টাকা কুলির মজুরি, ১ টাকা ক্লিয়ারিং চার্জ এবং ৩ টাকা রেল ভাড়া প্রদান করেন। এক্ষেত্রে ৫০,০০০ ব্যাগ ইউরিয়ার মোট ক্রয়মূল্য হবে-

ইউরিয়া মূল্য	প্রতি ব্যাগ	১৫০ টাকা দরে	১৫০ × ৫০,০০০	৭৫,০০,০০
(+) জাহাজ ভাড়া	”	১০ টাকা দরে	১০ × ৫০,০০০	৫,০০,০০০
(+) আমদানী শুল্ক	”	১০ টাকা দরে	১০ × ৫০,০০০	৫,০০,০০০
(+) বীমা খরচ	”	১ টাকা দরে	১ × ৫০,০০০	৫০,০০০
(+) কুলির মজুরি	”	২ টাকা দরে	২ × ৫০,০০০	১,০০,০০০
(+) ক্লিয়ারিং	”	১ টাকা দরে	১ × ৫০,০০০	৫০,০০০
(+) রেল ভাড়া	”	৩ টাকা দরে	৩ × ৫০,০০০	১,৫০,০০০
			মোট ক্রয় মূল্য	**৮৮,৫০,০০০**

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ৫০,০০০ ব্যাগ ইউরিয়ার মোট ক্রয়মূল্য = ৮৮,৫০,০০০ টাকা এবং প্রতি ব্যাগ ইউরিয়া ক্রয়মূল্য (৮৮,৫০,০০০ ÷ ৫০,০০০) = ১৭৭ টাকা।

উৎপাদন ব্যয় :

কোন পণ্য উৎপাদন বা অর্জন ও সেবা প্রদানের জন্য যে মূল্য ত্যাগ করা হয় তাকে ব্যয় বা Cost বলে। সুতরাং সহজ ভাষায় বলা যায়, কোন পণ্য বা সেবা প্রদান করতে বা সৃষ্টি করতে যে খরচ হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে। কোন দ্রব্য কারখানায় উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল থেকে শুরু করে দ্রব্যটি ব্যবহার উপযোগী করা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যে মূল্য প্রদান করা হয় তার সমষ্টিই হল ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়।

যেমন– কাপড়ের মিলে তৈরির জন্য ব্যবহৃত সুতা, রং এবং শ্রমের জন্য প্রদত্ত মূল্য, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় এবং অন্যান্য সকল খরচের সমষ্টিকে বলা হবে কাপড়ের উৎপাদন ব্যয়। তেমনি ইট তৈরির কারখানায় বালু, মাটি, শ্রমিক, পোড়ানোর খরচের সমষ্টিই হল ইটের উৎপাদন ব্যয়।

কারবারের উৎপাদিত দ্রব্যের মোট খরচ এবং একক প্রতি উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা অতি আবশ্যক। কারণ কোন দ্রব্য বা সেবার মোট ব্যয় ও একক ব্যয় নির্ণয় না করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সঠিকভাবে হিসাব করে সে অনুসারে বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়। সঠিক বিক্রয়মূল্য ধার্য করার ওপর কারবারের সাফল্য নির্ভর করে। মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করার সময় সর্বপ্রকার মাল, শ্রম এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের বিস্তারিত

হিসাব রাখা হয়। ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের খরচ সম্পর্কে জানা যায়, অন্যদিকে সকল প্রকার চুরি, অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করে মোট উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা যায়।

বিক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা

যে দামে বা মূল্যে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তাকেই আমরা বিক্রয় মূল্য বলে থাকি। কিন্তু হিসাবে মোট খরচের সাথে মুনাফা যোগ করলে যে মূল্য পাওয়া যায় তাকে বিক্রয় মূল্য বলা হয়।

বিক্রয়মূল্য নিরূপণ

ক্রয় মূল্যের সাথে ব্যবসায়ের পরোক্ষ ব্যয়গুলো যেমন ঃ কর্মচারীর বেতন, দোকান ভাড়া, বিজ্ঞাপন, বিদ্যুৎ ও যাতায়াত খরচ ইত্যাদি যোগ করে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এরূপ ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মূনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে বিক্রয় মূল্য দেখানো হল :

ধরা যাক, একজন ব্যবসায়ী মালয়েশিয়া থেকে প্রতি ব্যাগ ১৫০ টাকা দরে ১,০০০ ব্যাগ সিমেন্ট আমদানী করেন। এতে তিনি জাহাজ ভাড়া, আমদানি শুল্ক, বিমা, কুলিচার্জ ইত্যাদি বাবদ মোট ১৮,০০০ টাকা প্রত্যক্ষ খরচ করেন এবং মাল বিক্রয় করার জন্য তিনি দোকান ভাড়া ও কর্মচারীর বেতন বাবদ মোট ১০,০০০ টাকা পরোক্ষ খরচ করেন। মোট ব্যয়ের ওপর ১০% লাভে বিক্রয় করা হলে মোট বিক্রয় মূল্য ও প্রতিব্যাগ সিমেন্টের বিক্রয়মূল্য নিম্নরূপ :

বিবরণ	টাকা
প্রতিব্যাগ ১৫০ টাকা দরে ১,০০০ ব্যাগ সিমেন্টের মূল্য (১৫০×১০০০)	১,৫০,০০০
প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ (জাহাজ ভাড়া, বীমা, আমদানি শুল্ক, কুলি চার্জ ইত্যাদি)	১৮,০০০
ক্রয় মূল্য	১,৬৮,০০০
(+) পরোক্ষ খরচ সমূহ (দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি)	১০,০০০
মোট ব্যয়	১,৭৮,০০০
(+) লাভ (১,৭৮,০০০×১০%)	১৭,৮০০
বিক্রয় মূল্য	১,৯৫,৮০০

অতএব আমরা বলতে পারি যে, ১,০০০ ব্যাগ সিমেন্টের মোট বিক্রয় মূল্য ১,৯৫,৮০০ টাকা এবং প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের বিক্রয় মূল্য (১,৯৫,৮০০ ÷ ১,০০০) = ১৯৫.৮০ টাকা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে কি কি খরচ যোগ করে মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয় এদের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খরচসমূহের সমষ্টিই ক্রয় মূল্য।
- মোট ব্যয় ও মুনাফার সমষ্টিই বিক্রয় মূল্য।
- কোন কিছু উৎপাদন বা তৈরি করতে যে ব্যয় হয় তার সমষ্টিই উৎপাদন ব্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পণ্যের ক্রয় মূল্য বলতে বুঝায়—

ক. পণ্যের প্রকৃত দাম

খ. পণ্যের প্রকৃত দাম ও ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খরচ

গ. পণ্যের ক্রয় মূল্য ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খরচ

ঘ. পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত খরচের সমষ্টি

২. উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের স্তর—

ক. চারটি

খ. তিনটি

গ. দুটি

ঘ. পাঁচটি

৩. বিক্রয় মূল্য কিভাবে নিরূপন করা হয়?

ক. মোট আয়ের সাথে লাভ যোগ করে

খ. মোট ব্যয়ের সাথে ক্ষতি যোগ করে

গ. মোট ব্যয়ের সাথে লাভ যোগ করে

ঘ. মোট ব্যয় থেকে ক্ষতি বিয়োগ করে

পাঠ-১২.২ উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা, উদ্দেশ্য ও উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- উৎপাদন ব্যয়ের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্য : উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্যই হল কোন পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা। কেননা প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য নিরূপনের উপর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করা হল।

১. **উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় :** উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে সকল প্রকার মাল, শ্রম এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের সমস্ত হিসাব রাখা হয় তাই এর সাহায্যে উৎপাদিত পণ্যের এবং আংশিক পণ্যের ব্যয় আলাদাভাবে নির্ণয় করা যায়।

২. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** ব্যয় সংকোচনের পাশাপাশি পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল, শ্রম ও উপরি খরচের সঠিক পরিমাণ প্রয়োগ করে অন্যদের তুলনায় কম খরচে গুণগত পণ্য তৈরি করাকে বুঝায়।

৩. **মুনাফা নিরূপণ :** উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যে মুনাফা নিরূপণ করা যায়।

৪. **বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ :** প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের লাভজনক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে প্রতিটি পণ্যের একক ব্যয় নির্ণয় করে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানির মুনাফানীতি বিবেচনা করে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে শতকরা হারে মুনাফার পরিমাণ যোগ করে পণ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা হয়।

৫. **দায়িত্ব নির্ধারণ :** বাজেটিয় উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের তুলনা করে কোন তারতম্য পাওয়া গেলে এর জন্য কে দায়ী তা নির্ণয় করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৬. **বাজেট প্রণয়ন :** কোম্পানির কার্যাবলি সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য প্রতিটি খরচের জন্য বাজেট প্রস্তুত করতে হয়।

৭. **প্রকল্প মূল্যায়ন :** প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন প্রকল্প হাতে নেয়ার পূর্বে এটি অর্থনৈতিক লাভজনক হবে কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পের মূল্যায়নে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান :

পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সকল প্রকার খরচকে সংক্ষিপ্তভাবে যে তিনটি প্রধান শিরোনাম বা খাতের অধীনে শ্রেণিভূক্ত করা হয় তাকে ব্যয়ের উপাদান বলা হয়। নিম্নে ছকের সাহায্যে উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন উপাদান বা শ্রেণি বিভাগ দেখানো হল :

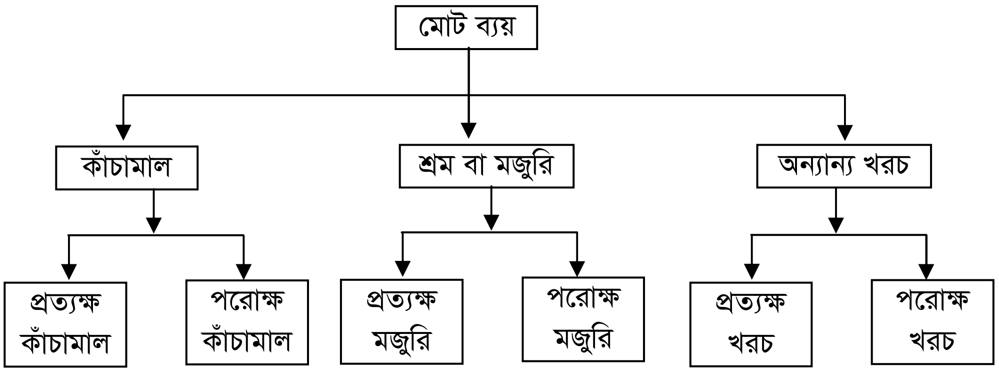

১. কাঁচামাল :

ক. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল : যে কাঁচামাল উৎপাদনে সরাসরি ব্যবহার করা হয় এবং যা উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে সহজেই চিহ্নিত করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে। যেমন– কাপড়ের জন্য সুতা, আসবাবপত্রের জন্য কাঠ, জুতার জন্য চামড়া ইত্যাদি।

খ. পরোক্ষ কাঁচামাল : যে সব মাল পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয়, সে সব মালের ব্যয়কে পরোক্ষ মাল ব্যয় বলা হয়। পরোক্ষ মাল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর খরচ সরাসারিভাবে চিহ্নিত করা যায় না। যেমন- কাপড় তৈরির জন্য রং এর খরচ, আসবাবপত্র তৈরির জন্য পেরেক ও তারকাটা ব্যয় ইত্যাদি।

২. শ্রম বা মজুরি :

ক. প্রত্যক্ষ মজুরি : সরাসরি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরিকে প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন- কাপড়ের মিলে কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি, কল-কারখানার মেশিন চালক ও হেলপারের মজুরি ইত্যাদি।

খ. পরোক্ষ মজুরি : উৎপাদিত পণ্যের সাথে সরাসরি কর্মরত না থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য যাদের সেবা বা পরিশ্রম আবশ্যক, তাদের মজুরিকে পরোক্ষ মজুরি বলা হয়। যেমন- কারখানার দারোয়ান, ফোরম্যান, মেরামত কর্মী, এদের শ্রমের মজুরি।

৩. অন্যান্য খরচ :

ক. প্রত্যক্ষ খরচ : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুরি ছাড়া অন্য যে সব খরচ উৎপাদিত পণ্যের ওপর সরাসরি নির্ধারণযোগ্য হয় তাকে অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ বলে। যেমন- বিশেষ ডিজাইন নক্সা ও ছাঁচ তৈরি খরচ, বিশেষ যন্ত্রপাতি ভাড়া ইত্যাদি।

খ. পরোক্ষ খরচ : যে সব খরচ উৎপাদিত পণ্যের সাথে সরাসরি জড়িত বলে চিহ্নিত করা যায় না তাকে পরোক্ষ ব্যয় বা খরচ বলে। যেমন- বিমা প্রিমিয়াম, টেলিফোন খরচ, জেনারেল ম্যানেজারের বেতন ইত্যাদি। পরোক্ষ খরচ বা উপরি ব্যয়কে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. কারখানার বা উৎপাদনের উপরি ব্যয় : কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যতীত কারখানার অন্যান্য সব খরচকে কারখানার উপরিব্যয় বলে। যেমন : কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ, বিমা খরচ ইত্যাদি।

ii. প্রশাসনিক উপরি ব্যয় : সমগ্র কারবার প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ও অফিস ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত পরোক্ষ খরচ সমূহকে প্রশাসনিক উপরি ব্যয় বলা হয়। যেমন : অফিসের বেতন, ভাড়া, আপ্যায়ন, অফিস আসবাবপত্রের অবচয়, মনিহারি খরচ ইত্যাদি।

iii. বিক্রয় উপরি ব্যয় : উৎপাদিত সব পণ্য বিক্রয়ের জন্য পরোক্ষভাবে যে খরচ করা হয় তাদের সমষ্টিকে বিক্রয় উপরি ব্যয় বলা হয়। যেমন- দোকানের ভাড়া, বিক্রয়কর্মীর বেতন, শোরুমের খরচ, বিজ্ঞাপন, বহিঃপরিবহন খরচ, আনাদায়ী পাওনা ইত্যাদি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	ব্যয়ের কি কি উপাদান রয়েছে। এ গুলোর একটি তালিকা তৈরী করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের সঠিক মূল্য নিরূপণসহ উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর নানাবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে।
- উপাদানগুলোর মাধ্যমে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. উৎপাদনের উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. উৎপাদন ক্রয় নির্ণয় খ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
গ. মুনাফা নিরূপন ঘ. সবগুলো

২. উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান সমূহকে মোটামুটিভাবে ভাগ করা যায়—

ক. পাঁচ ভাগে খ. ছয় ভাগে
গ. সাত ভাগে ঘ. আট ভাগে

৩. কোনটি প্রশাসনিক উপরিব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত—

ক. অফিসের খরচ খ. বিজ্ঞাপন
গ. মাটি বহন খরচ ঘ. কারখানা ব্যয়

৪. কোনটি প্রশাসনিক উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক. অফিসের বেতন খ. অফিসের ভাড়া
গ. অনাদায়ী পাওনা ঘ. মনিহারী খরচ

পাঠ-১২.৩ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- উৎপাদন ব্যয় বিবরণী ধাপসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর ধাপসমূহ প্রস্তুত করতে পারবেন।

সাধারণত কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ব্যয়ের উপাদানকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলে। পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্যে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের খরচ দেখিয়ে ব্যয় বিবরণী তৈরি করে। এই ব্যয় বিবরণী পরবর্তীতে আর্থিক বিবরণী তৈরিতে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যয় বিবরণী বিভিন্ন সময়ের জন্য তৈরি করা যেতে পারে যেমন মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক ইত্যাদি। তিনটি ধাপে ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যেমন- পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এবং মুনাফা নির্ণয়।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী :

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে ধরাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত আর্থিক বছর শেষে তাদের আর্থিক বিবরণী অংশ হিসেবে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের খরচ দেখিয়ে ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যয় বিবরণী, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক যে কোন সময়ের জন্য তৈরি করা যেতে পারে। পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ও মুনাফা নির্ণয়ের জন্য মোট তিনটি ধাপে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী নমুনা ছক প্রদান করা হলো :

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম...................

উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

............সালের ....তারিখ পর্যন্ত ....সময়ের

ব্যয়ের উপাদান	বিস্তারিত টাকা	টাকা	মোট টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ		×××	
যোগ : কাঁচামাল ক্রয়	×××		
ক্রয় পরিবহন	×××		
	×××		
বাদ : ক্রীত কাঁচামাল ফেরত	×××		
		×××	
ব্যবহার উপযোগী কাঁচামাল		×××	
বাদ : কাঁচামালের সমাপনী মজুদ		×××	
ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ			×××
যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরী		×××	
অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		×××	
			×××

ব্যয়ের উপাদান	বিস্তারিত টাকা	টাকা	মোট টাকা
মুখ্য ব্যয়			×××
যোগ : কারখানা উপরিব্যয়			×××
উৎপাদন ব্যয়			×××
যোগ : চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) প্রারম্ভিক মজুদ			×××
			×××
বাদ : চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) সমাপনি মজুদ			×××
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়			×××

প্রতিষ্ঠানের নাম...................
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী
সময়...................

ব্যয়ের উপাদান	টাকা	মোট টাকা
তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ		×××
যোগ : উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়		×××
বিক্রয়যোগ্য পণ্য		×××
বাদ : তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ		×××
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়		×××

প্রতিষ্ঠানের নাম...................
বিশদ আয় ব্যয় বিবরণী
সময়...................

ব্যয়ের উপাদান	টাকা	মোট টাকা
বিক্রয়	×××	
বাদ : ফেরত	×××	
নিট বিক্রয়		×××
বাদ : বিক্রিত পণ্যের ব্যয়		×××
মোট লাভ		×××
বাদ : পরিচালন ব্যয় :		
অফিস ও প্রশাসনিক খরচ	×××	
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	×××	
		×××
নিট পরিচালন মুনাফা		×××

প্রত্যক্ষ খরচ :

সাধারণত যে সকল খরচ পণ্য ক্রয় বা পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলা হয়। অন্য কথায়, যে সকল খরচ শুধু পণ্য ক্রয়ের জন্য অথবা পণ্য উৎপাদনের জন্য সংঘটিত হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে। যেমন- ক্রয়কৃত পণ্যের দাম, পণ্যের বহন খরচ, মজুরি, শুল্ক ইত্যাদি।

পরোক্ষ খরচ :

যে সকল খরচ পণ্য ক্রয় বা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তাকে পরোক্ষ খরচ বলা হয়। অন্য কথায়, যে সকল খরচ ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট ভাবে আরোপিত বা চিহ্নিত করা যায় না তাকে পরোক্ষ খরচ বলে। যেমন- ভাড়া, বেতন, অফিস খরচ, কমিশন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের পার্থক্য :

কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। আর এ মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যয় সংঘটিত হয়। মুনাফার উদ্দেশ্য ব্যয়সমূহ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এ ব্যয়সমূহকে বিবেচনা করা হয়। নিচে প্রত্যক্ষ খরচ ও পরোক্ষ খরচের পার্থক্য দেয়া হল :

ক্র: নং	পার্থক্যের বিষয়	প্রত্যক্ষ খরচ	পরোক্ষ খরচ
১	ব্যয়ের প্রকৃতি	এ খরচ পরিবর্তনশীল	এ খরচ মিশ্র বা আধা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির খরচ।
২	সম্পর্ক	এ খরচের সম্পর্ক শুধু উৎপাদন বিভাগের সাথে	এ খরচের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সাথে।
৩	লিখন	প্রত্যক্ষ খরচ উৎপাদন ব্যয় হিসাব বা ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।	পরোক্ষ খরচ লাভ-ক্ষতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
৪	প্রভাব বিস্তার	প্রত্যক্ষ খরচ কারবারের মোট লাভ বা ক্ষতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।	পরোক্ষ খরচ নিট লাভ বা ক্ষতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।
৫	একক ব্যয়ের সমতা	এতে একক ব্যয়ের সমতা থাকে।	এতে একক ব্যয়ের সমতা থাকে না।
৬	বণ্টন যোগ্যতা	এ খরচ বণ্টনযোগ্য নয়।	এটি বণ্টনযোগ্য খরচ
৭	শ্রেণি বিন্যাস	এর কোন নির্দিষ্ট শ্রেণিবিন্যাস নেই।	একে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা- কারখানার উপরিব্যয়, প্রশাসনিক খরচ ও বিক্রয় খরচ।
৮	নির্ভরতা	ব্যবসায়ের প্রকৃতির উপর প্রত্যক্ষ খরচ নির্ভর করে ও বিক্রয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পরোক্ষ খরচ নির্ভরশীল। মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ খরচের মধ্যে কি অমিলগুলো রয়েছে তা উল্লেখ করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- আর্থিক বিবরণীর অংশ হিসেবে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের খরচ দেখিয়ে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরি করা হয়।
- কয়েকটি ধাপে পণ্যের মোট ব্যয়ের সাথে যুক্ত করে মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যয় বিবরণী হল আর্থিক বিবরণী—

ক. পরিপূরক খ. অংশ
গ. সহায়ক ঘ. কোনোটিই নয়

২. আর্থিক বিবরণী কয়টি ধাপে তৈরি করা হয়?

ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৩. মুখ্য ব্যয় হল—

ক. কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরি খ. পরোক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি
গ. কাঁচামাল + উপরিখরচ ঘ. কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি

পাঠ-১২.৪ উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর কতিপয় উদাহরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরি করতে পারবেন।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী :

উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের ছয়টি উপাদানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে সপ্তাহ, মাস বা বছর শেষে কোন দ্রব্য বা সেবার যে ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী (Cost sheet) বলে।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণীয় বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর :

১. **মুখ্য ব্যয় :** পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রত্যক্ষ ব্যয়গুলোকে মুখ্য ব্যয় বলা হয়। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + প্রত্যক্ষ খরচ = মুখ্য ব্যয়। মুখ্য ব্যয় নির্ধারণ করা উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের প্রথম স্তর।

২. **কারখানার ব্যয় :** মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার উপরিব্যয় যোগ করে কারখানার উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। মুখ্য ব্যয় + কারখানার উপরিব্যয় = কারখানা ব্যয়। এটি উৎপাদন ব্যয়ের নিরূপণের দ্বিতীয় স্তর।

৩. **মোট ব্যয় :** কারখানার উৎপাদন ব্যয়ের সাথে অফিস ও বিক্রয় উপরিব্যয় যোগ করে মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এটি উৎপাদন ব্যয়ের তৃতীয় স্তর।

৪. **বিক্রয় মূল্য :** মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য স্থির করা হয়। এটি ব্যয় বিবরণীর চূড়ান্ত স্তর।

নিম্নে ছকের সাহায্যে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী দেখানো হল :

বিবরণ		টাকা
প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয়	***	
যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরি	***	
যোগ : অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ	***	
মুখ্য ব্যয়		***
যোগ : কারখানার উপরিব্যয়		***
কারখানা ব্যয়		***
যোগ : অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয়		***
উৎপাদন ব্যয়		***
যোগ : বিক্রয় উপরিব্যয়		***
মোট ব্যয়		***
যোগ : মুনাফা		***
বিক্রয় মূল্য		***

উৎপাদন ব্যয়ে বিভিন্ন উপাদানগুলো নিম্নের সূত্র অনুযায়ী দেখানো হল :

সূত্র :

১. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ = মূখ্য ব্যয়।

২. মূখ্য ব্যয় + কারখানার উপরিব্যয় = কারখানা ব্যয়।

৩. কারখানা ব্যয় + প্রশাসনিক উপরিব্যয় = উৎপাদন ব্যয়।

৪. উৎপাদন ব্যয় + বিক্রয় উপরি খরচ = মোট ব্যয়।
৫. মোট ব্যয় + মুনাফা = বিক্রয় মূল্য।

উদাহরণ-১

একজন গাড়ি ব্যবসায়ী প্রতিটি ২৫,০০০ টাকা দামে দুটি পুরাতন অকেজো গাড়ি ক্রয় করলেন। গাড়ি দুটি চলার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় করলেন ২০,০০০ টাকার এবং মেরামত বিল দিলেন ১০,০০০ টাকা। গাড়ি দুটি বিক্রয়ের জন্য শো-রুমের ভাড়া এবং বিক্রয় কর্মীর কমিশন বাবদ ৫,০০০ টাকা খরচ হল। মোট ৫০,০০০ টাকা লাভে বিক্রয় করলে প্রতিটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য কত?

সমাধান

২টি অকেজো গাড়ির ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
গাড়ির মূল্য (প্রতিটি ২৫,০০০ টাকা ধরে ২টি)		৫০,০০০
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ-		
যন্ত্রাংশ ক্রয়	২০,০০০	
মেরামত খরচ	১০,০০০	৩০,০০০
মোট ক্রয় মূল্য		৮০,০০০
যোগ: শো-রুম ও বিক্রয় কর্মীর কমিশন		৫,০০০
মোট ব্যয়		৮৫,০০০
যোগ: মোট লাভ		৫০,০০০
মোট বিক্রয় মূল্য		১,৩৫,০০০
প্রতিটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য (১,৩৫,০০০÷২) = ৬৭,৫০০ টাকা		

উত্তর : প্রতিটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য ৬৭,৫০০ টাকা।

উদাহরণ-২

একজন আসবাবপত্র প্রস্তুতকারীর ৫০টি টেবিল তৈরি করতে নিম্নোক্ত খরচগুলো হয়েছে :

কাঠ ক্রয় .... ৩,০০০ টাকা
কাঠমিস্ত্রির মজুরি .... ১,০০০ টাকা

কারখানার উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ২০% এবং বিক্রয় খরচ কারখানা উপরি ব্যয়ের ২৫%। প্রতিটি টেবিল কত টাকা বিক্রয় করলে মোট ব্যয়ের ২০% লাভ হবে তা উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর মাধ্যমে দেখাও।

সমাধান

৫০টি টেবিলের উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
কাঠ ক্রয়	৩,০০০	
যোগ: কাঠ মিস্ত্রির মজুরি	১,০০০	
মুখ্য ব্যয়		৪,০০০
যোগ: কারখানার উপরিব্যয়		৬০০
(প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ২০% অর্থাৎ ৩,০০০ টাকার ২০%)		

বিবরণ	টাকা	টাকা
উৎপাদন ব্যয়		৪,৬০০
যোগ: বিক্রয় খরচ (কারখানার উপরিব্যয় ৬০০ টাকার ২৫%)		১৫০
মোট ব্যয়		৪,৭৫০
যোগ: মোট লাভ (মোট ব্যয় ৪,৭৫০ টাকার ২০%)		৯৫০
মোট বিক্রয় মূল্য		৫,৭০০

সুতরাং প্রতিটি টেবিলের বিক্রয় মূল্য (৫,৭০০ ÷ ৫০) = ১১৪ টাকা।

উত্তর : মুখ্য ব্যয় ৪,০০০ টাকা, উৎপাদন ব্যয় ৪,৬০০ টাকা মোট ব্যয় ৪,৭৫০ টাকা, মোট বিক্রয় মূল্য ৫,৭০০ টাকা, প্রতিটি টেবিলের বিক্রয় মূল্য ১১৪ টাকা।

উদাহরণ-৩

একজন ঠিকাদার ১০,০০০ বর্গ মিটার রাস্তা তৈরি করতে নিম্নোক্ত খরচগুলো করেছেন :

	টাকা
মাটি ক্রয়	৭০,০০০
মাটি আনার জন্য ট্রাক ভাড়া	৮০,০০০
শ্রমিকের মজুরি প্রদান	৫০,০০০
অফিস ও অন্যান্য খরচ - মজুরির ২৫%	
বিল আদায় খরচ - চুক্তি মূল্যের ২%	

প্রতি বর্গমিটার রাস্তার জন্য চুক্তি মূল্য ২৫ টাকা। ব্যয় বিবরণী তৈরি করে ঠিকাদারের লাভ বা ক্ষতি দেখাও।

সমাধান

১০,০০০ বর্গমিটার রাস্তা তৈরির ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
মাটি ক্রয়	৭০,০০০	
মাটি আনার জন্য ট্রাক ভাড়া	৮০,০০০	
শ্রমিকের মজুরি	৫০,০০০	
মুখ্য ব্যয়		২,০০,০০০
যোগ: অফিস ও অন্যান্য খরচ (মজুরি ৫০,০০০ টাকার ২৫%)		১২,৫০০
রাস্তা তৈরির ব্যয়..		২,১২,৫০০
যোগ: বিল আদায় খরচ (চুক্তি মূল্য ২,৫০,০০০ টাকার ২%)		৫,০০০
মোট ব্যয়		২,১৭,৫০০

ঠিকাদারের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় :

রাস্তা তৈরি বাবদ মোট প্রাপ্তি (চুক্তি মূল্য)	২,৫০,০০০ টাকা
বাদ: রাস্তা তৈরি বাবদ মোট ব্যায়	২,১৭,৫০০ টাকা
লাভ	৩২,৫০০ টাকা

টীকা : চুক্তি মূল্য

প্রতি বর্গমিটার ২৫ টাকা হিসাবে ১০,০০০ বর্গমিটারের চুক্তি মূল্য = ১০,০০০ মিটার × ২৫ টাকা
= ২,৫০,০০০ টাকা।

উত্তর : মুখ্য ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা, তৈরির ব্যয় ২,১২,৫০০ টাকা, মোট ব্যয় ২,১৭,৫০০ টাকা এবং লাভ ৩২,৫০০ টাকা।

উদাহরণ-৪

একজন বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুতকারী ৩০০ পাখা তৈরি করবেন বলে স্থির করলেন। এর জন্য তিনি নিম্নোক্ত খরচগুলো ধার্য করলেন :

কাঁচামাল.. ৩৫,০০০ টাকা
কারখানা মজুরি... ৬০,০০০ টাকা

কারখানার উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ২০%। অফিস ও বিক্রয় উপরিব্যয় কারখানা উপরিব্যয়ের ৮০%। মোট খরচের উপর শতকরা ২০ টাকা লাভে মাল বিক্রয় করতে হলে প্রতিটি পাখার বিক্রয় মূল্য কত ধার্য করতে হবে তা উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরি করে দেখান।

সমাধান

৩০০ পাখার উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
কাঁচামাল	৩৫,০০০	
কারখানার মজুরি	৬০,০০০	
মুখ্য ব্যয়		৯৫,০০০
যোগ: কারখানার উপব্যিয় (প্রত্যক্ষ মজুরির ৬০,০০০ টাকার ২০%)		১২,০০০
উৎপাদন ব্যয়		১,০৭,০০০
যোগ: অফিস ও বিক্রয় উপরিব্যয় (কারখানা উপরিব্যয় ১২,০০০ টাকার ৮০%)		৯,৬০০
মোট ব্যয়		১,১৬,৬০০
যোগ: লাভ (মোট ব্যয় ১,১৬,৬০০ টাকার ২০%)		২৩,৩২০
বিক্রয় মূল্য		১,৩৯,৯২০

∴ প্রতিটি পাখার বিক্রয় মূল্য = ১,৩৯,৯২০ টাকা ÷ ৩০০
= ৪৬৬.৪০ টাকা

উত্তর : মুখ্য ব্যয় ৯৫,০০০ টাকা, উৎপাদন ব্যয় ১,০৭,০০০ টাকা, মোট ব্যয় ১,১৬,৬০০ টাকা, বিক্রয় মূল্য ১,৩৯,৯২০ টাকা এবং প্রতিটি পাখার বিক্রয় মূল্য ৪৬৬.৪০ টাকা।

উদাহরণ-৫

একজন ইট প্রস্তুতকারীর নিম্নলিখিত তথ্য থেকে এক লক্ষ ইট তৈরির মুখ্য ব্যয়, উৎপাদন ব্যয়, মোট ব্যয়, মোট বিক্রয় মূল্য এবং প্রতি হাজার ইটের মূল্য বের কর :

বিবরণ	টাকা

মাটি ক্রয়	১,০০,০০০
মাটির পরিবহন খরচ	২০,০০০
জ্বালানী খরচ	৫০,০০০
শ্রমিকের মজুরি	২০,০০০
মাটির পাকমিল (ছানা) খরচ	১০,০০০
অফিস খরচ	৮,০০০
বিক্রয় পরিবহন খরচ	২,০০০

মোট ব্যয়ের উপর ১০% লাভে ইট বিক্রয় করা হল।

সমাধান

১,০০,০০০ (এক লক্ষ) ইট তৈরির উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
মাটি ক্রয়	১,০০,০০০	
মাটির পরিবহন খরচ	২০,০০০	
শ্রমিকের মজুরি	২০,০০০	
মুখ্য ব্যয়		১,৪০,০০০
যোগঃ কারখানার উপরিব্যয়ঃ		
মাটির পাকমিল খরচ	১০,০০০	
জ্বালানি খরচ	৫০,০০০	৬০,০০০
উৎপাদন ব্যয়		২,০০,০০০
যোগঃ অফিস ও বিক্রয় উপরিব্যয় :		
অফিস খরচ	৮,০০০	
বিক্রয় পরিবহন খরচ	২,০০০	১০,০০০
মোট ব্যয়		২,১০,০০০
যোগ : লাভ (মোট ব্যয় ২,১০,০০০ টাকার ১০%)		২১,০০০
বিক্রয় মূল্য		২,৩১,০০০

প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য (২,৩১,০০০ × ১,০০০) ÷ ১,০০,০০০ = ২,৩১০ টাকা

উত্তর : মুখ্য ব্যয় ১,৪০,০০০ টাকা, উৎপাদন ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা, মোট ব্যয় ২,১০,০০০ টাকা, বিক্রয় মূল্য বা মোট বিক্রয় ২,৩১,০০০ টাকা, প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য ২,৩১০ টাকা।

উদাহরণ-৬

নিম্নের তথ্য থেকে একটি ইরি ধান চাষ প্রকল্পের মুখ্য ব্যয়, প্রকল্প উৎপাদন ব্যয়, মোট ব্যয়, বিক্রয় মূল্য বের কর :

বিবরণ	টাকা
জমির ইজারা খরচ..	৫০,০০০
বীজ ধান ক্রয়	২০,০০০
শ্রমিকের মজুরি	৬০,০০০
সার ক্রয়	৪০,০০০
পানির পাম্প ভাড়া	৩০,০০০
জ্বালানি খরচ	১০,০০০
কলের লাঙ্গল ভাড়া ও মেরামত	৩০,০০০
অফিস খরচ	৫,০০০
বেতন	১৫,০০০
যাতায়াত	৩,০০০
বিক্রয় কেন্দ্রে ধান আনার খরচ	৬,০০০
অন্যান্য খরচ	১,০০০
মুনাফা মোট ব্যয়ের ১০%	

সমাধান

ইরি ধান চাষ প্রকল্পের ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
জমি	৫০,০০০	
বীজ ধান ক্রয়	২০,০০০	
শ্রমিকের মজুরি	৬০,০০০	
মুখ্য ব্যয়		১,৩০,০০০
যোগ: ইরি ধান চাষের পরোক্ষ খরচসমূহ		
সার ক্রয়	৪০,০০০	
পানির পাম্প ভাড়া	৩০,০০০	
জ্বালানি খরচ	১০,০০০	
কলের লাঙ্গল ভাড়া ও মেরামত	৩০,০০০	১,১০,০০০
উৎপাদন ব্যয়		২,৪০,০০০
যোগ: অফিস, বিক্রয় ও অন্যান্য উপরিব্যয় :		
অফিস খরচ	৫,০০০	
বেতন	১৫,০০০	
যাতায়াত	৩,০০০	
বিক্রয় কেন্দ্রে ধান আনার খরচ	৬,০০০	
অন্যান্য বিক্রয় খরচ	১,০০০	৩০,০০০
মোট ব্যয়		২,৭০,০০০
যোগ: লাভ (মোট ব্যয় ২,৭০,০০০ টাকার ১০%)		২৭,০০০
বিক্রয় মূল্য		২,৯৭,০০০

উত্তর : ইরি ধান চাষ প্রকল্পের মুখ্য ব্যয় ১,৩০,০০০ টাকা, উৎপাদন ব্যয় ২,৪০,০০০ টাকা, মোট ব্যয় ২,৭০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য ২,৯৭,০০০ টাকা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	সূত্রের সাহায্যে উৎপাদনব্যয়ের বিভিন্ন উপাদনগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- দ্রব্য বা সেবার যে ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলে।
- মোট ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত?

ক. ভাড়া খ. প্রত্যক্ষ মজুরি
গ. বেতন ঘ. বিজ্ঞাপন

২. মুখ্য ব্যয় + কারখানার ব্যয় কী?

ক. কারখানার ব্যয় খ. মোট মুখ্য ব্যয়
গ. উৎপাদন ব্যয় ঘ. মোট ব্যয়

৩. উপরিব্যয়কে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ খরচ কী?

ক. মুখ্য ব্যয় খ. কারখানা ব্যয়
গ. উৎপাদন ব্যয় ঘ. মোট ব্যয়

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১

১. খ, ২. ক, ৩. গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২

১. ঘ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩

১. খ, ২. ক, ৩. ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪

১. খ, ২. ক, ৩. খ, ৪. ক।

রচনামূলক অনুশীলনী

১. ক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা দিন।

২. বিক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা দিন।

৩. উৎপাদন ব্যয়ের সংজ্ঞা দিন।

৪. উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান আলোচনা করুণ।

৫. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ কাকে বলে? এর পার্থক্য আলোচনা করুণ।

৬. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী কাকে বলে? উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করুণ।

৭. মিঃ ইতি দিনাজপুর থেকে প্রতি কুইন্টাল ৩,৫০০ টাকা দরে ১০০ কুইন্টাল চাল ক্রয় করেন। এজন্য তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ বাবদ বিভিন্ন খরচ করেন। ক্রয়কৃত চাল চট্টগ্রামে আনার জন্য কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা কুলি খরচ এবং ১০ টাকা ট্রাক ভাড়া প্রদান করেন। চাল ক্রয়ের জন্য যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ তিনি ৫০০ টাকা ব্যয় করেন। চাল বিক্রয়ের জন্য তিনি নগর শুল্ক বাবদ ১০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ১,০০০ টাকা প্রদান করেন।

ক. মূখ্য ব্যয় কত?

খ. মোট ব্যয় নির্ণয় করুণ।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে ১০% লাভে প্রতি কুইন্টাল চালের বিক্রয় মূল্য নিরূপন করুণ।

উত্তর : চালের বিক্রয় মূল্য ৩,৯৮৮.৬০ টাকা।

৮. জনাব মোকলেছ ঢাকার একজন পোশাক প্রস্তুতকারী। ১,০০০ পিস শার্ট প্রস্তুত করতে তিনি নিম্নোক্ত খরচাদি করেন-

বিবরণ	টাকা
কাপড় ক্রয়	৫০,০০০
কাপড় কাটা ও সেলাই মজুরি	২২,০০০
কাপড় ক্রয়ের পরিবহন ব্যয়	১,২০০
শার্ট তৈরির জন্যে অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	২,৩০০
কারখানার ম্যানেজারের বেতন	৪,৯০০
বিক্রয় পরিবহন ব্যয়	৫০০
কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	২,১০০
শোরুমের ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	১,৩০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন	২,৫০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৬০০

ক. কারখানা ব্যয় নির্ণয় করুণ।

খ. মোট ব্যয় নির্ণয় করুণ।

গ. উপরিউক্ত তথ্য হতে ২০% লাভে শার্ট বিক্রয় করলে প্রতি শার্টের বিক্রয়মূল্য কত হবে তা বের করুণ।

৯. উজমা এন্ড কোং মোট ১,০০,০০০ ইট প্রস্তুত করতে নিম্নোক্ত খরচগুলো করে :

বিবরণ	টাকা
মাটি ক্রয়	১,০০,০০০
মাটির বহন খরচ	২০,০০০
কয়লা ক্রয়	৮,০০০
শ্রমিকের মজুরি	২৫,০০০
ইটখোলার ভাড়া ও বিদ্যুৎ	৫,০০০
মাটি ছানার খরচ	৮,০০০
অফিসের ভাড়া	৫,০০০

বিবরণ	টাকা
বিক্রয় কেন্দ্রে ইট রাখার খরচ..	৩,০০০
বিক্রয় কেন্দ্রে ইট আনার খরচ	৫,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	২,০০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন..	৩,০০০

উজমা এন্ড কোং মোট ব্যয়ের ওপর শতকরা ২০ টাকা লাভে ইট বিক্রয় করে।

ক. ইট তৈরির মুখ্য ব্যয় নির্ণয় করুণ।

খ. উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করুণ।

গ. প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করুণ।